

বাংলাদেশে সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থার পর্যালোচনা

কে এম মহিউদ্দিন^৪

Abstract

Like any other democratic countries, Bangladesh Jatiya Sangsad (JS) is confined to the sense of an Assembly of the people's representative that formulates laws, monitors government expenditure and activities. Jatiya Sangsad provided numbers of devices to oversee the executive's activities that can be divided into two broad categories- Individual and Collective. Adjournment motion, calling attention motion, discussion and questions are the mode of individual mechanism and committee system is referred as collective mechanism. The present paper attempts to analyze the overseeing methods of the Bangladesh Jatiya Sangsad in general focusing on the ninth parliament. The study shows that the Members of both opposition and treasury bench regularly used individual devices to oversee the behavior and activities of the executive branch. Particularly the departmental standing committees performed a significant role in revealing corruption and mismanagement of the various government departments.

Keywords: Bangladesh Jatiya Sangsad, Overseeing, Discussion and Question, Executive Branch

ভূমিকা

বাংলাদেশে বৃটিশ ধাঁচের (Westminster Model) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। সংবিধানের বিধানাবলী মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের জন্য আইন প্রণয়ণ, নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি করা এবং সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। সংবিধানে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সংসদকে কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্য প্রণালীবিধিতে সে সকল মতামত প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংসদ সদস্যগণ এককভাবে এবং কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌথভাবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, সরকারের নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, আইনের সংশোধন, বাজেট ও সরকারের ব্যয় পরীক্ষা এবং জন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তদন্ত করতে পারেন। সংসদীয় কার্যপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এরকম বিশেষজ্ঞগণ সরকারের কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষেত্রে সংসদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী K.C. Wheare এর মতে আধুনিক পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের চেয়ে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য অধিকতর সময় ব্যয় করে থাকে। তবে একই সাথে তিনি দাবী করেন যে, ১৯৬০ এর দশকে ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের তুলনায় পার্লামেন্টের ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে (Wheare 1963)। এ অবস্থার জন্য ব্রিটিশ লর্ড সভার সদস্য ও বিশিষ্ট পার্লামেন্ট বিশেষজ্ঞ Philip Norton নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভার মধ্যকার ক্ষমতার অসম বন্টন, নির্বাহী বিভাগের কাজের পরিধি বৃদ্ধি, কঠোর দলীয় শৃঙ্খলাবধি, বিকশমান আমলাতন্ত্র এবং সংঘবদ্ধ স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন (The Norton Commission

^৪ অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাতার ঢাকা

২০০০)। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বৃটেনসহ ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান এ রকম দেশসমূহে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। Lawrence, Davidson, Copeland I Patterson তাদের গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৭০ এর দশক থেকে ইউরোপের দেশসমূহে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সংসদ সদস্যরা সংসদীয় বিতর্ক ও কমিটিতে ক্রমাগত জোরালো ভূমিকা রাখছেন (Copeland and Patterson 1994)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এমন সকল দেশেও তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়েছে (Merzey, 1995)। যেমন, বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৭৯ সালে এবং ভারতীয় পার্লামেন্টে ১৯৮৯ সালে প্রথমবারের মতো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হলেও নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের অনুকরণে কার্য প্রণালীবিধিতে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছিল। তবে ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নির্বাহী বিভাগের তদারকি কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করার জন্য কমিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৭ম জাতীয় সংসদ থেকে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যকে কমিটির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা। বর্তমান প্রবন্ধে সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থার উপর সাধারণ আলোকপাত করার পর ৯ম জাতীয় সংসদের তদারকি কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের তদারকি কার্যক্রমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সমূহের প্রতিবেদন এবং গবেষণা প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সংসদীয় তদারকি কৌশল

বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের মধ্যে সংসদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নেই, সংসদকে আইন প্রণয়নমূলক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করতে হয়। সংসদীয় তদারকির মাধ্যমে সরকার তার উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা, স্পষ্টতা, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করছে কিনা সেই সাথে সরকারী অর্থ আইনানুগ, দক্ষতা এবং উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে ব্যয় করছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

সরকারের কর্মকাণ্ড তদারকি করবার জন্য সংসদের বিভিন্ন ধরনের কৌশল (Legislative tools) ব্যবহার করবার সুযোগ রয়েছে এবং এই সকল কৌশল ব্যহারের পেছনে থাকে সংবিধানের স্বীকৃতি। ফলে সংবিধানসিদ্ধ উপায়ে সংসদ নির্বাহী বিভাগের সকল ধরনের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। দেশভেদে ভিন্নতা থাকলেও তদারকির উদ্দেশ্যে সংসদ যে সকল কৌশল ব্যবহার করে থাকে, সেগুলোকে একক পদ্ধতি (Individual Mechanism) ও যৌথ পদ্ধতি (Collective Mechanism) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে রয়েছে- প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের প্রশ্ন-উত্তর প্রদান, অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনা, মূলতবি প্রস্তাব, জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ ও মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব ইত্যাদি (Ahmed, 2002)। অপরদিকে

সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাকে তদারকি করার কৌশলকে যৌথ পদ্ধতি (Collective Mechanism) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়। কার্যপ্রণালী বিধিতে আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার পদ্ধতির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

একক পদ্ধতি (Individual Mechanism)

ক. প্রশ্ন- উত্তর

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার-ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড তদারকি করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা বা মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা এবং তাদের উত্তরপ্রদান একটি কার্যকর মাধ্যম। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা আরো কার্যকর করার কৌশল হিসেবে বৃটিশ পালামেন্টে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা হয়েছে। ‘ওয়েস্টমিনিস্টার মডেল’ অনুসরণকারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের মতো প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু আছে। সপ্তম জাতীয় সংসদ থেকে নিয়মিতভাবে ‘প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব’- এ প্রধানমন্ত্রী সংসদে নির্ধারিত দিনে প্রশ্নের জবাব প্রদান করে থাকেন। শুরুতে অধিবেশনকালে প্রতি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য চালু হলেও বর্তমানে প্রতি বুধবার বৈঠকের শুরুতেই মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্ধারিত এক ঘণ্টার অতিরিক্ত ত্রিশ মিনিট সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ও উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৭ম জাতীয় সংসদে প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চালু হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত প্রশ্ন উত্থাপন এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (টেবিল-১)।

টেবিল ১: প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন - উত্তর পর্ব

প্রশ্ন ব্যবহারের প্রকৃতি	৭ম জাতীয় সংসদ	৮ম জাতীয় সংসদ	৮ম জাতীয় সংসদ
প্রশ্ন উত্থাপন	২২৮৯	৩১০১	৩৪৯৩
প্রশ্ন গ্রহণ	৩৫১	৭৮৬	৭৯৩
প্রশ্ন উত্তর প্রদান	২৪৯	৬১৫	৭৯৩
প্রশ্ন বাতিল	১০৩৮	১৫৮৪	১৭৮৭
প্রশ্ন তামাদি	৯০০	৭৩১	৯১৩

উৎস: Peter Lilienfeld and K M Mahiuddin End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, Unpublished report, 2014.

নবম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীকে যে সকল প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে সেচের জন্য বিদ্যুত সুবিধা চালু ও সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, খাদ্য নিরাপত্তা, দেশের ভিতরে গ্যাস অনুসন্ধানকারী বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা, কৃষি উৎপাদন ও এ খাতে ভর্তুকি প্রদান, সমুদ্রবন্দরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, পরিবেশ ও বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার, জঙ্গীবাদ, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সমস্যা ও এর আধুনিকায়ন, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন প্রকল্প, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্র নীতি, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন, সীমান্ত

নৃত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ, পোশাক শিল্প, সরকারি অফিসে দুর্নীতিপ্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে প্রশ্নের ধরণ ও প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য থেকে ধারণা করা যায় যে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা অর্জনের চেয়ে দলীয় নেত্রীকে সম্বলিত করার প্রবণতা বেশী।

সংসদ সদস্য কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদান বিশ্বের সকল দেশে সংসদীয় জবাবদিহিতার একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, সেই সাথে সংসদ অধিবেশনের একটি প্রণবস্ত ও উপভোগ্য বিষয় হিসাবে ও গণ্য করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৪১ বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম একঘণ্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য প্রশ্ন কাল হিসাবে নির্ধারিত থাকে একঘণ্টা সময়ে সংসদ সদস্যগণ জন-গুরুত্ব সম্পন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানার উদ্দেশ্যে যে কোন মন্ত্রী বা সদস্যকে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে উক্ত বিষয় সেই মন্ত্রী বা সদস্যের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত হতে হয়। এছাড়া, কার্যপ্রণালী-বিধির ৪৩ (২) বিধি অনুযায়ী বেসরকারী সদস্যের দায়িত্বভুক্ত কোন বিল, সিদ্ধান্ত - প্রস্তাব বা সংসদের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে বেসরকারী সদস্যকেও প্রশ্ন করা যায়। এছাড়া, স্পীকারের অনুমতি নিয়ে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে।

সংসদে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের জন্য গৃহীত প্রশ্নসমূহকে তারকা চিহ্নিত ও তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন হিসেবে ভাগ করা যায়। কোন প্রশ্নের মৌখিক উত্তরের জন্য নোটিশদাতা সদস্য তাঁর প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করেন যাকে ‘তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন’ বলে অভিহিত করা হয়। আর যে সকল প্রশ্নের লিখিত উত্তর প্রদান করা হয় তাদেরকে ‘তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন’ বলা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নকেই তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন বলে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে কোন্ দিন কোন্ মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে তা পরিপত্রের মাধ্যমে সংসদ সচিবালয় থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। এতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে চক্রাকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশ্নোত্তর একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশ্নোত্তর শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় একই মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয় না।

বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মিতভাবে সংসদে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে আসছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৫ম থেকে ৯ম জাতীয় সংসদ সমূহের মধ্যে নবম জাতীয় সংসদে মৌখিক ও লিখিত উভয় ধরনের প্রশ্ন সবচেয়ে বেশী উত্থাপিত হয়েছে এবং উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তবে নবম জাতীয় সংসদেও মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল মাত্র ৭৬ কার্যদিবসে উপস্থিত থাকায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে তাদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত ফলে সরকার দলীয় সংসদ-সদস্য ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কর্তৃক অধিকাংশ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং এই সকল প্রশ্নের অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্যের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত এবং কিছু সংখ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে দেশের আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়ে।

টেবিল ২: তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (যে সকল প্রশ্নের মৌখিক উত্তর প্রধান করা হয়)

প্রশ্ন ব্যবহারের প্রকৃতি	৫ম জাতীয় সংসদ	৭ম জাতীয় সংসদ	৯ম জাতীয় সংসদ	১০ম জাতীয় সংসদ
প্রশ্ন উত্থাপন	৯৪৬৩	৬৯৩৩	৬২৬৩	১৩৬২২
প্রশ্ন গ্রহণ	৩৩৬৩	২৯৪২	৩১৬১	১০৪০৭
প্রশ্ন উত্তর প্রদান	৩০৫৭	১৯১১	২৮৯৪	৯০৩৯
স্থানান্তর/ প্রত্যাহার/ উত্তর প্রদান করা হয়নি	৩০৬	১০৩১	২৬৭	১৩৬৮
প্রশ্ন বাতিল	২৬৯৯	২১৭১	১৫৩০	১০১৯
প্রশ্ন তামাদি	৩৪০১	১৮২০	১৫৭২	২১৯৬

উৎস : Peter Lilienfeld and K. M. Mahiuddin, End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, Unpublished report, 2014.

টেবিল ৩: তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (যে সকল প্রশ্নের মৌখিক উত্তর প্রধান করা হয়)

প্রশ্ন ব্যবহারের প্রকৃতি	৫ম জাতীয় সংসদ	৭ম জাতীয় সংসদ	৯ম জাতীয় সংসদ	১০ম জাতীয় সংসদ
প্রশ্ন উত্থাপন	৯৪৬৩	৬৯৩৩	৬২৬৩	১৩৬২২
প্রশ্ন গ্রহণ	৩৩৬৩	২৯৪২	৩১৬১	১০৪০৭
প্রশ্ন উত্তর প্রদান	৩০৫৭	১৯১১	২৮৯৪	৯০৩৯
স্থানান্তর/ প্রত্যাহার/ উত্তর প্রদান করা হয়নি	৩০৬	১০৩১	২৬৭	১৩৬৮
প্রশ্ন বাতিল	২৬৯৯	২১৭১	১৫৩০	১০১৯
প্রশ্ন তামাদি	৩৪০১	১৮২০	১৫৭২	২১৯৬

উৎস: Peter Lilienfeld and K. M. Mahiuddin, End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, Unpublished report 2014.

খ. অর্থ ঘন্টা আলোচনা (বিধি ৬০)

কার্যপ্রণালী-বিধির ৬০ বিধি মোতাবেক যে কোন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কোন বাসতব ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বা প্রশ্নের উত্তরের স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কে সংসদ সদস্য কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে তার উত্তর প্রদান করে থাকেন যা অর্থ ঘন্টা আলোচনা নামে পরিচিত। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৫ম জাতীয় সংসদে ৬০ বিধিতে মোট ১৩৩টি নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে মাত্র ১টি নোটিশের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদে যথাক্রমে ২১ ও ৮টি নোটিশ প্রদান করা হলেও কোন নোটিশের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নবম জাতীয় সংসদে ৬০ বিধিতে কোন নোটিশ প্রদান করা হয়নি (Lilienfeld and Mohiuddin 2014)।

গ. মূলতবী প্রস্তাব (বিধি ৬১-৬৭)

কার্যপ্রণালী-বিধির ৬১-৬৭ বিধি মোতাবেক যে কোন সদস্য জনস্বার্থে কোন বিষয়ে আলোচনা বা আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের ঐদিনের অন্যান্য কার্যক্রম মূলতবী করার জন্য বিধি মোতাবেক প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন এবং স্পীকারের নিকট প্রস্তাবিত বিষয়টি বিধিসম্মত মনে হলে প্রশ্নকাল শেষ হওয়ার পরপরই তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য আহ্বান করতে পারেন এবং অনধিক ২ঘন্টা আলোচনার জন্য স্পীকার বক্তৃতার সময়-সীমা নির্ধারণ করে থাকেন। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রথম জাতীয় সংসদের যাত্রাকাল থেকে নবম জাতীয় সংসদে ১১,৫০০ মূলতবী প্রস্তাবের মধ্যে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাত্র ৪টি প্রস্তাবের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে (Lilienfield & Mohiuddin 2014)।

ঘ. জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আলোচনা (বিধি ৬৮)

জরুরি জন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত কোন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্য কার্যপ্রণালী-বিধির ৬৮ বিধির আওতায় যে কোন সংসদ সদস্য আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন এবং কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক তা' স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্য সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়ে থাকেন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, উপরোক্ত বিধির আওতায় নবম জাতীয় সংসদে মোট ২২টি নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (সুনামগঞ্জ-২) কর্তৃক আনীত 'যুদ্ধাপরাধীদের র রক্ষার জন্য মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী রোড মার্চের নামে সারাদেশে যে মিথ্যাচার ও আইন বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তা নিবারণ' প্রসঙ্গে প্রদত্ত নোটিশের উপর ভিত্তি করে সংসদের ১১তম অধিবেশনের ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখের বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে (Lilienfield & Mohiuddin 2014)।

ঙ. জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি ৭১)

জাতীয় সংসদে জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্যপ্রণালী-বিধির ৭১ বিধির যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রতিদিনের বৈঠকের জন্য প্রাপ্ত নোটিশসমূহ হতে অধিক জরুরি ও জন-গুরুত্ব পূর্ণ ৩টি নোটিশ পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার জন্য স্পীকার গ্রহণ করে থাকেন। দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নোটিশটি সংশ্লিষ্ট সদস্য পড়ে শুনানোর পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য একটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার জবাব দিয়ে থাকেন। নবম জাতীয় সংসদে ৭১ বিধিতে মোট ৯৬৫৬টি নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে ৩৮৪টি নোটিশ গৃহীত হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৩০২টি নোটিশের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (Lilienfield & Mohiuddin 2014)। এছাড়া, কার্যপ্রণালী-বিধির ৭১(১) বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এরকম নোটিশের উপর সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ ৭১ক বিধি মোতাবেক দুই মিনিট করে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট আলোচনার সুযোগ পেয়ে থাকেন। দুই মিনিট করে সংসদের বৈঠকে আলোচিত নোটিশসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি পরবর্তী সংসদ অধিবেশনের প্রথম তিন বৈঠক দিবসের মধ্যে সংসদের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

নিবাহী বিভাগের জবাবদিহিতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়সমূহের মধ্যে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনয়ন সংসদ-সদস্যদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কার্যপ্রণালী-বিধির ১৫৯ বিধি অনুযায়ী কোন সদস্যঅন্য তিন দিনের নোটিশ প্রদান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আস্থাহীনতা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করতে পারেন। প্রস্তাবটি স্পীকারের নিকট বিধিসম্মত বলে প্রতীয়মান হলে তিনি প্রস্তাবটি সংসদে পড়ে শুনান এবং যদি অন্যান্য ত্রিশজন সদস্য উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পক্ষে মত প্রদান করলে স্পীকার প্রস্তাবটি উত্থাপন করছেন বলে ঘোষণা করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার অনধিক দশ দিনের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্পীকার এক বা একাধিক দিন বা দিনের অংশবিশেষ বরাদ্দ করবেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করার সময়ে প্রস্তাবটির উত্থাপনকারী এবং উত্তরদানকালে প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষেত্রমত তাঁর পক্ষ হতে অন্য কোন মন্ত্রী স্পীকারের অনুমতিক্রমে দীর্ঘতর সময়ের জন্য বক্তব্য দিতে পারেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি পাশ কঁরতে হলে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে ৭ম জাতীয় সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সংসদে ভোটে গৃহীত হয়নি।

টেবিল ৫: নবম জাতীয় সংসদে তদারকী কার্যে ব্যয়কৃত সময়

অধিবেশন	প্রশ্নোত্তর পর্ব	জনগুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ে সংসদ সদস্যগণের বক্তব্য প্রদান	জনগুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ	জন গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ে মূলতবী পরস্পর	জন গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ের উপর স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য পরস্পর
১ম	৪০ ঘন্টা ৬০ মিনিট	২০ ঘন্টা ৫৬ মিনিট	৯ ঘন্টা ৩৮ মিনিট	৬ মিনিট	-
২য়	১০ ঘন্টা ৭ মিনিট	৬ ঘন্টা ১৭ মিনিট	২ ঘন্টা ৪৩ মিনিট	৩ মিনিট	-
৩য়	২২ ঘন্টা ২৪ মিনিট	১১ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট	৪ মিনিট	-
৪র্থ	২৩ ঘন্টা ৫০ মিনিট	৭ ঘন্টা ৮ মিনিট	৪ ঘন্টা ৩১ মিনিট	১৩ মিনিট	-
৫ম	১৮ ঘন্টা ৪৮ মিনিট	৬ ঘন্টা ৫৫ মিনিট	৩ ঘন্টা ৩৮ মিনিট	৬ মিনিট	-
৬ষ্ঠ	৯ ঘন্টা ৩৬ মিনিট	৪ ঘন্টা ২১ মিনিট	২ ঘন্টা ৪১ মিনিট	৩ মিনিট	-
৭ম	৪ ঘন্টা ২ মিনিট	৪০ মিনিট	১ মিনিট	১ মিনিট	-
৮ম	২৫ ঘন্টা ১০ মিনিট	৮ ঘন্টা ৩৩ মিনিট	৪ ঘন্টা ৮ মিনিট	১ মিনিট	-
৯ম	১৫ ঘন্টা ৩৪ মিনিট	৬ ঘন্টা ৩ মিনিট	১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	১ মিনিট	-
১০ম	৪ ঘন্টা ৫৩ মিনিট	১ ঘন্টা ১০ মিনিট	৩২ মিনিট	১ মিনিট	-
১১তম	১৪ ঘন্টা ৩৮ মিনিট	৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট	২ ঘন্টা ৮ মিনিট	১ মিনিট	-
১২তম	১১ ঘন্টা ৪৬ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট	১ ঘন্টা ১৮ মিনিট	১ মিনিট	-
১৩ তম	১৫ ঘন্টা ২০ মিনিট	৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট	৩ ঘন্টা ৫৯ মিনিট	১ মিনিট	-
১৪ তম	১৩ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	২ ঘন্টা ৪৩ মিনিট	১ ঘন্টা ৩৯ মিনিট	১ মিনিট	-
১৫ তম	৯ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	৩ ঘন্টা ২ মিনিট	১ ঘন্টা ৫৮ মিনিট	১ মিনিট	-
১৬ তম	৮ ঘন্টা	১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	৪৯ মিনিট	১ মিনিট	-
১৭ তম	৬ ঘন্টা ৩২ মিনিট	১ ঘন্টা ৩৮ মিনিট	২ মিনিট	১ মিনিট	-
১৮ তম	৪ ঘন্টা ৩২ মিনিট	১ ঘন্টা ৪৮ মিনিট	৫ মিনিট	১ মিনিট	-
১৯ তম	১৮ ঘন্টা ২৮ মিনিট	৪ ঘন্টা ২২ মিনিট	৩ ঘন্টা ২০ মিনিট	২ মিনিট	-

উৎস: Peter Lilienfeld and K. M. Mahiuddin, End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, Unpublished report, 2014.

যৌথ পদ্ধতি (Collective Mechanism)

কমিটি ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতিকে কার্যকর করার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কমিটির মাধ্যমেই সংসদ আইন প্রণয়নকালে সাধারণত এর খুটিনাটি পরীক্ষা করে এবং সরকারী ব্যয় তদারকিসহ নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। এসব কারণেই কমিটিকে বিশ্বব্যাপী ‘মিনি পার্লামেন্ট’ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষকগণের মধ্যে Susan R Benda, Koen, Yves Meny (1990) কমিটিসমূহকে সংসদীয় কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের মতে আইনপ্রণয়নসহ অধিকাংশ সংসদীয় কার্যক্রম সংসদের কমিটিতে সম্পন্ন হয়, সময় স্বল্পতা ও অন্যান্য কারনে সংসদ অধিবেশনে বিতর্ক অনুষ্ঠানের বাহিরে খুব কম কাজই সম্পন্ন হয় (Susan, Benda and Yves 1990)। Shane Martin তাঁর গবেষণার দেখিয়েছেন যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষেত্রে সংসদের কমিটি ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিলোপন্নত ৩১টি দেশের উপর পরিচালিত তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে, যে সকল দেশে কোয়ালিশন সরকার বিদ্যমান রয়েছে সে সকল দেশে কমিটি ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী (Martin and Depauw 2009)। বিশ্বের ৮৮টি দেশের পার্লামেন্টের তদারকি কার্যক্রমের উপর পরিচালিত ইন্টার-পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নির্বাহী বিভাগের সুদৃষ্টি কোন কাজ (action) তদারকি করার জন্য ৭৬টি দেশের পার্লামেন্ট তদন্ত কমিটি (committees of inquiry) গঠন করতে পারে। এ সকল কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় (Yamamoto 2007)।

সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য সংসদ নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থায়ী কমিটি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী বা বিশেষ কমিটি গঠন করে থাকে। এ সকল কমিটিতে আনুপাতিক হারে সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যগণ থাকেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২(১) (গ) বিধি অনুযায়ী “কমিটি” অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব-কমিটিও এর অন্তর্ভুক্ত। কার্যপ্রণালী-বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ সংসদ কর্তৃক নিয়োগ, নির্বাচন এবং স্পীকারের মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত হয়। সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি অনুসারে কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কাজ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ এর মাধ্যমে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার একটি সুদৃঢ় আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ জাতীয় সংসদকে সরকারী হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি এবং কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করার এখতিয়ার প্রদান করেছে। এছাড়াও উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে যার মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিও রয়েছে। কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী এই সকল কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে তবে বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ও বিশেষ কমিটি নির্ধারিত কার্য সম্পাদন শেষে সংসদে প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সাধারণত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি একটি রেওয়াজ, কার্যপ্রণালী-বিধিতে এ সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নেই। সংসদীয় কমিটিসমূহ সংসদের মেয়াদকালে যে কোন সময়ে পুনর্গঠিত হতে পারে।

সংসদ তার কার্যপ্রণালী-বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য সাধারণত ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিটি সমূহ গঠন করে থাকে। সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য নিয়ে এই কমিটি সমূহ গঠন করা হয়। অধিকাংশ কমিটির ক্ষেত্রে কমিটির

সভাপতি কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকে (অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি কে হবেন এ বিষয়ে সংসদের অধিবেশনে প্রাক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়) এবং সংসদে সংখ্যা গড়িষ্ঠ দলের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে অধিকাংশ কমিটির সভাপতির পদ লাভ করে থাকেন। সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমিটি সমূহকে দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করে থাকে।

সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিটি সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত পরস্পর পরীক্ষা এবং আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা ও বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের পরস্পর সম্মিলিত রিপোর্ট সংসদে পেশ করতে পারে। জন-গুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সংসদ কোন কমিটিতে প্রেরণ করলে সে বিষয়ে কমিটি পরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট করবে। এ ছাড়া কমিটির বিবেচনাধীন বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, আওতাধীন বা সংশ্লিষ্ট না হলেও কমিটি যদি মনে করে যে, এর কার্যকালের সময় এমন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে, যা সংসদের গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে কমিটি বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারে। কার্যপ্রণালী-বিধির ২০২ ও ২০৩ বিধিতে কমিটি কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ ও রেকর্ড, কাগজপত্র চেয়ে পাঠানোর বিষয়ে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটি এর কাজের প্রয়োজনে কমিটির সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী কোন সাক্ষীকে প্রয়োজনীয় দলিল পত্রসহ ডেকে পাঠাতে পারে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এ কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে।

কমিটির ধরণ/ প্রকারভেদ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের তিন ধরণের কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে, যথা: স্থায়ী কমিটি (সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী), বাছাই কমিটি এবং বিশেষ কমিটি। সাধারণত: কোন বিল পরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য সংসদ কর্তৃক বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। অপরদিকে বিশেষ কমিটির কাজের পরিধি আরো একটু ব্যাপক। সংসদ কোন পরস্পর দ্বারা বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারে, কমিটির গঠন ও কাজ বা এখতিয়ার কি হবে, সদস্য সংখ্যা কত জন হবে এ বিষয়ে সংসদে আনিত প্রস্তাবে বিস্তারিত উল্লেখ থাকেবে। বাছাই কমিটি ও বিশেষ কমিটির মধ্যে একটি মিল রয়েছে, সেটি হলো- অর্পিত দায়িত্ব পালন শেষে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে এই কমিটিগুলোর বিলুপ্ত ঘটে।

স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের পুরো মেয়াদকালের জন্য গঠিত হয়। নবম জাতীয় সংসদে এই ধরণের ৫১টি কমিটি গঠন করেছিল-পূর্বোক্ত জাতীয় সংসদ সমূহের তুলনায় বেশী সংখ্যক কমিটি নবম জাতীয় সংসদে গঠিত হয়েছিল। স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং অন্যান্য স্থায়ী কমিটিসমূহ (৪০টি) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নামে পরিচিত। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কাজের উপর তদারকি করে। কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, সংসদে উত্থাপিত বিল পরীক্ষা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা। সরকারের প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকারবলে কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি কমিটির সভাপতি হতে পারেন না।

জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় বর্হিভূত ১১টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। এ সকল স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে ৭টি স্থায়ী কমিটি সংসদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও কার্য পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখা-শুনা করে, ১টি স্থায়ী কমিটি মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির তদারকি করে এবং অর্থ

সম্পর্কিত ৩টি স্থায়ী কমিটি সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অপচয় উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ পেশ করে থাকে। অর্থসম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোকে আর্থিক বিষয়ে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য যথেষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই তিনটি কমিটির মধ্যে সরকারী হিসাব কমিটি মহা হিসাব নিরীক্ষকের অডিট রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকারের আর্থিক অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করে তা' প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। সংবিধান জাতীয় সংসদকে সরকারী হিসাব কমিটি গঠনের উপর বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেছে। বিগত বছরগুলোতে সরকারের আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে।

টেবিল ৪: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কমিটিসমূহ

কমিটির নাম	সদস্য সংখ্যা	বিশেষ বিধান	বিধি	নিয়োগের ধরণ
কার্য উপদেষ্টা কমিটি	অনধিক ১৫	স্পীকার পদাধিকার বলে সভাপতি	২১৯-২২১	স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত পরস্পরতার সম্পর্কিত কমিটি	অনধিক ১০	বেসরকারী বিলকে ক ও খ শ্রেণিতে ভাগ করা	২২২-২২৪	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২	স্পীকার পদাধিকার বলে সভাপতি	২৬৩-২৬৫	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
সংসদ কমিটি	অনধিক ১২	আবাসিক সাব-কমিটি বাধ্যতামূলক	২৪৯-২৫৬	স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
লাইব্রেরী কমিটি	১০	ডেপুটি স্পীকার পদাধিকার বলে সভাপতি		স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
পিটিশন কমিটি	অন্যূন ১০	মন্ত্রী সদস্য হতে পারবে না	২৩১-২৩২	স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	অনধিক ১০	সংসদের ১ম অধিবেশনে গঠন করতে হবে	২৪০-২৪৩	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	অনধিক ১৫	মন্ত্রী সদস্য হতে পারবে না।	২৩৩-২৩৪	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	অনধিক ১০	মন্ত্রী সদস্য হতে পারবে না।	২৩৮-২৩৯	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	অনধিক ১০	মন্ত্রী সদস্য হতে পারবে না।	২৩৫-২৩৭	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	অনধিক ৮	মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিবেচনা	২৪৪-২৪৫	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (৪০টি)	অনধিক ১০ (প্রতি কমিটি)	প্রতি মাসে অন্তত একটি বৈঠক অনুষ্ঠান	২৪৬-২৪৮	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি	সংসদে পরস্পর দ্বারা নির্ধারিত	রিপোর্ট গেজেটে প্রকাশ বাধ্যতামূলক	২২৫-২৩০	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত
বিশেষ কমিটি	সংসদে পরস্পর দ্বারা নির্ধারিত	সংসদে পরস্পর অনুযায়ী গঠন কার্যকাল, ও কার্যপরিধি নির্ধারিত হয়	২৬৬	সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত

উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা, ২০০৭

নবম জাতীয় সংসদে কমিটির কার্যক্রম

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে কিছু কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। বিরোধীদল থেকে তিনজনকে ওটি কমিটির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল, এর মধ্যে বি.এন.পি থেকে ২ জন এবং ওয়ার্কাস পার্টি থেকে ১জন। সপ্তম জাতীয় সংসদ থেকে এই ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; সে সময় দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল (সরকারী দলের শরিক দল) থেকে একজন একটি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। তবে, ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় কোন সদস্য স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হননি। নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ সর্বমোট ৪৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি গঠনকালে প্রধান বিরোধী দলের (বিএনপি) সংসদ সদস্যদের জন্য ১টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হবেন এরকম সংসদ সদস্যগণের জন ১টি করে প্রত্যেক কমিটিতে মোট দু'টি করে সদস্যপদ খালি রাখা হয়েছিল। সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং প্রধান বিরোধী দল (বিএনপি) নিকট থেকে সদস্যগণের নাম পাবার পর স্থায়ী কমিটিসমূহ পূর্ণগঠন করা হয়। বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক মোট ১৮৩ টি উপ-কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং এই সকল উপ-কমিটিগুলোর মোট ৬৩৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

টেবিল ৫: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কমিটিসমূহের কার্যাবলী (১৯৯১-২০১৩)

	5g msm`	7g msm`	8g msm`	9g msm`
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫	৩৫	৩৭	৪০
সংসদের স্থায়ী কমিটি	১১	১১	১১	১১
সাব-কমিটিসমূহ	৫৩	১১৯	১৩৪	১৮৩
বিশেষ কমিটি	৫	১	০	২
অনুসন্ধান কমিটি	-	-	-	১
স্থায়ী কমিটিসমূহের অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	১৪৬৫	১৪৯৩	১২৪২	১৯৬২
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট প্রদান	১৩	১২	৩৪	৭৭
সংসদে স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট প্রদান	২৮	১৬	১৩	২৪
মোট রিপোর্ট প্রদান	৪১	২৮	৪৭	১০১
রিপোর্ট প্রদান করেনি (মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি)	২২	২৩	৫	৩
রিপোর্ট প্রদান করেনি (সংসদের স্থায়ী কমিটি)	৪	৬	৪	৪

উৎস: ৫ম, ৮ম, ও ৯ম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ ও কমিটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লেখককর্তৃক প্রস্তুত

ক. অস্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রম

নবম জাতীয় সংসদে ৩টি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি এবং অপর দুটি ছিল বিশেষ কমিটি। সংসদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ববর্তী (৮ম সংসদ) সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারী অর্থ অপচয়ের অভিযোগ এবং একই সাথে সংসদ সচিবালয়ের উক্ত দুর্নীতি, অনিয়ম ও সরকারী অর্থ অপচয়ের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং এছাড়া ৭ম জাতীয় সংসদের (১২-০৭-২০০১ থেকে ২৮-১০-২০০১) স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বর্তমান সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ যদি কোন অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সরকারি অর্থের অপচয় করে থাকেন সে বিষয়ে তদন্ত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বিরোধী দলের ১১ জন সংসদ সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি ২০০১ সালের সপ্তম সংসদের স্পীকার এ্যাডভোকেট হামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করার জন্যও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির অনুরোধে প্রতিবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এ কমিটি ২০০৯ সালের ৯ জুলাই সংসদে প্রতিবেদনটি পেশ করে।

নবম জাতীয় সংসদ গঠনের প্রাক্কালে সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত ১২২টি অধ্যাদেশ সংবিধানের শর্তানুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখের বৈঠকে পুনরায় বিল আকারে পেশ করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২৮ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের বৈঠকে আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলীকে প্রধান করে সরকার ও বিরোধী দলের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মোট ৪টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১২২টি অধ্যাদেশ পর্যালোচনা করে ৩০টি অধ্যাদেশ আইন আকারে অনুমোদন, ৩৯ টি বাতিল এবং অবশিষ্ট ৫৩টি অধ্যাদেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংসদে (হাউজ) প্রেরণ করার সুপারিশ করে সংসদে ২০০৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১২২টি অধ্যাদেশের মধ্যে থেকে ৫৪টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২০১০ সালের ২১ জুলাই কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। সংসদের উপ-নেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরিকে কমিটির সভাপতি এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কমিটির সহ-সভাপতি করে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মোট ১৫জন সংসদ সদস্য এ বিশেষ কমিটি (সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি) গঠন করা হয়েছিল। কমিটি তার দশ মাসের কার্যকালে মোট ২৭টি সভা অনুষ্ঠান করে; এর মধ্যে বিভিন্ন সভায় কমিটির আমন্ত্রণে সাবেক ৫ জন প্রধান বিচারপতি, ১৮ জন প্রখ্যাত আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ, দেশের প্রথিতযশা ২৬ জন বুদ্ধিজীবী, দেশের দৈনিক পত্রিকাসমূহের বরেন্য ২৬ জন সম্পাদক, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সম্মানিত সেক্টর কমান্ডারগণকে কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছিলেন। কমিটি ৫১টি সুপারিশসহ যে প্রতিবেদন তৈরী করেছিল তার মধ্যে ৩টি বিষয়ে মতনৈক্য তৈরী হয়েছিল- সংবিধানের মুখবন্ধে ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ এর বঙ্গানুবাদ (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে, পরম

করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে) পূর্ববাহাল রাখা, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ না করায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ কমিটির দুজন সদস্য- বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের হাসানুল হক ইনু তাদের দ্বিমতের কথা রেকর্ডভুক্ত করেন। বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১১ সালের ২৫ জুন “সংবিধান বিল- ২০১১” (পঞ্চদশ সংশোধনী) সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং একই দিনে বিলটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। প্রধান বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে ৩০ জুন ২০১১ তারিখে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (২৯১/১) সংসদে বিলটি পাস হয়। জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মোট ৫ জন সংসদ সদস্য বিলটি সংশোধনের জন্য পরস্পর পেশ করেন। কিন্তু সেগুলো কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। বিলের উপর ভোট গ্রহণের শুরুতে এই পাঁচজন সংসদ সদস্য ভোটদানে বিরত থাকলেও পরবর্তীতে তারা বিলের পক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন (বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-২০১৪)।

খ. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

সংসদে রিপোর্ট পেশ এবং সভা অনুষ্ঠানের দিক থেকে নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো পূর্বের অন্যান্য সংসদীয় কমিটির তুলনায় অধিকতর সক্রিয় ছিল বলে প্রতিয়মান হয়েছে। যেমন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৭টি স্থায়ী কমিটি এবং ৭টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংসদে মোট ১০১টি প্রতিবেদন দাখিল করেছিল। অবশিষ্ট স্থায়ী কমিটিগুলো প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। স্থায়ী কমিটিগুলো সর্বমোট ২০১৫টি সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোট ১৬,৩৯৮টি সুপারিশ/ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছিল।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে সরকারি হিসাব কমিটিকে খুবই সক্রিয় দেখা গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে মোট ৮২২ টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এর মধ্যে ৮ম সংসদ পর্যন্ত ৩৩২টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিটিতে আলোচিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪৯০টি প্রতিবেদন আলোচনার অপেক্ষায় ছিল। এছাড়া, ২০১৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আরো ১৫৮টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা হয়েছিল। ফলে অনালোচিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৮টি। সরকারী হিসাব কমিটি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৫৭০টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ১৫০.৯৬ বিলিয়ন টাকার ৪১১৩টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি করে। উল্লেখ্য যে, সরকারী হিসাব কমিটি ৬৭৪০টি অডিট আপত্তি আলোচনা ও পরীক্ষা করেছে। নবম সংসদে সরকারী হিসাব কমিটি মোট ১২৯ টি সভা এবং ৪টি উপকমিটির ১২৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবম সংসদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারী হিসাব কমিটি এককভাবে ৫৭০টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন আলোচনা করেছে।

একইভাবে, অপর দুটি অর্থ বিষয়ক কমিটি- সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ও অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি বিভিন্ন আর্থিক বিষয়াদি তদারকির ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির ৯১টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অব্যবস্থাপনা পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতি, শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন অনুসরণের জন্য উপদেশ দিয়েছে। এই কমিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গতিশীলতা আনয়নের জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো গতিশীল করার প্রস্তাব দেয়। আর্থিক অব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কমিটির সভায় ঢেকে পাঠানো হয়েছিল।

সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি পঞ্চম জাতীয় সংসদ হতে সংসদে প্রদত্ত সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় সমূহের দক্ষতা নিরীক্ষার জন্য একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নবম সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান এবং সংসদে কমিটির কাজের উপর প্রতিবেদন পেশ করেছিল। সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয় সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ সন্মোচিত করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কমিটিতে প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই সকল প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের দক্ষতা এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন- এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নবম জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোট ৭০টি প্রতিশ্রুতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রীগণ সংসদে মোট ৬৪৬টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২০৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে, আর অবশিষ্টগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে আর কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৬৪.২৮% বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩% প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি, আর অবশিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মন্ত্রীগণের দেয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৩২.১৯% বাস্তবায়িত হয়েছে, ৮% আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ২৯% প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন ছিল, ২২% বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন কিন্তু অবশিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।

UNDP এর IPD প্রকল্পের কারিগরী সহায়তায় সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ সালের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কমিটি সংসদে প্রদত্ত ১৯টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করেছে এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য প্রদানের জন্য কমিটিতে তলব করেছিল। ২০১২ সাল থেকে IPD প্রকল্পের সহায়তায় কমিটি তুলনামূলকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সংসদের তদারকি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে পিটিশন কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিষ্ক্রিয় ছিল; সংসদের মেয়াদকালে এই সকল কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সংসদীয় কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পিটিশন কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে জনগণের কাছে প্রচার না থাকায় তারা তাদের অভিযোগ নিয়ে পিটিশন কমিটির কাছে আসেন না। নবম সংসদে পিটিশন কমিটিতে মোট ১২টি পিটিশন জমা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ২০১০ সালে ১১টি এবং ২০১১ সালে ১টি জমা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু পিটিশনগুলো সংসদীয় বিধি অনুযায়ী জমা প্রদান না করার কারণে এই সকল আবেদনের বিষয়ে কোন বিবেচনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যার ফলে নবম সংসদের সময়কালে পিটিশন কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। জানা যায় যে, বিগত সংসদগুলোতেও এই কমিটি সক্রিয় ছিল না। পঞ্চম সংসদের পিটিশন কমিটি ২৭টি সভা অনুষ্ঠান করে ২টি প্রতিবেদন পেশ করেছিল, ৭ম ও ৮ম সংসদে পিটিশন কমিটি যথাক্রমে ১০টি ও ২টি সভা করে একটি করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল।

গ. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

নবম সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাবলী তদারকি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। অধিকাংশ স্থায়ী কমিটি পর্যবেক্ষণসহ ও সুপারিশসহ সংসদে প্রতিবেদন পেশ করেছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগসমূহের বিরুদ্ধে আনিত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য মূল কমিটি কর্তৃক একাধিক উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুযায়ী বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই বিধি অনুসারে কমিটির বিবেচনাধীনে কোন বিষয়ের সাথে প্রত্যভাবে জড়িত না হলে, কিংবা কমিটির আওতাধীন না হলে, কিংবা আনুষঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও কমিটি যদি মনে করেন যে, তার কার্যকালের সময় এমন সকল বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে, যা সংসদের গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপ ত্রে কমিটি বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারে।

নবম জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৪০টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর মধ্যে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, রেলওয়ে মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ সংসদে কোন প্রতিবেদন প্রদান করেনি। তবে সকল কমিটি নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান করেছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তাদের সুপারিশসমূহকে প্রেরণ করেছে। কিন্তু সংসদীয় কমিটি থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সুপারিশের প্রেক্ষিতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এই সম্পর্কিত কোন তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

নবম জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটিগুলো তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষায় সক্রিয় হয়েছিল। এর জন্য স্থায়ী কমিটিসমূহ স্থানীয় এলাকা পরিদর্শন এবং গণশুনানির মাধ্যমে জনগণের সমস্যা জানা অথবা জনগণের সাথে পরামর্শ কর্মসূচির মতো উদ্যোগও বাস্তবায়ন করেছে। যদিও, কার্য প্রণালী বিধিতে গণশুনানির সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও কমিটির সদস্যগণ গুরুত্ব বিল, সরকারের নীতি, বাজেট এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কাজের অবস্থা জানার জন্য গণশুনানীর মাধ্যমে জনগণের সাথে মতবিনিময় করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। প্রথমবারের মতো দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত PRODIP প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৭টি স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গণশুনানীর আয়োজন করেছে, অপরদিকে ওচউ প্রকল্পের সহায়তায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দুটি স্থায়ী কমিটি গণ-পরামর্শ সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় করে (PRODIP n.d.)। সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগনকে পরিচিত করে তোলা এবং জনগণের মতামতকে সংসদীয় নীতি নির্ধারণে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার অভিপ্রায় থেকে এই সকল গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।

কিছু স্থায়ী কমিটি যেমন সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্ত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং জনগণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধির উপায় নিরূপণ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে সংসদে সুপারিশসহ তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন।

উপসংহার

নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করবার ক্ষেত্রে কৌশল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একক কৌশল সমূহের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সরকারের কার্যক্রমের উপর বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যগণ সমালোচনার সুযোগ গ্রহণ করলেও দলীয় নেতৃত্বের প্রতি প্রবল আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে সরকার দলীয় সংসদ-সদস্যগণ সরকারের কার্যক্রমের তদারকির চেয়ে সরকারের কাজের সাফল্য তুলে ধরা এবং বিরোধী দলের সমালোচনায় অধিক আগ্রহী। প্রশ্ন-উত্তর ব্যতীত জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে আনীত নোটিশের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান ও সংসদ সদস্য কর্তৃক দুই মিনিটের বিবৃতি প্রদান, জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে কার্য-প্রণালী বিধির ৩০০ বিধি অনুযায়ী মন্ত্রীদের বিবৃতি প্রদান লক্ষণীয়, এছাড়া অন্যান্য কৌশল সমূহের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি। তবে সরকারের কার্যক্রম তদারকি করবার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি সমূহ বিশেষভাবে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ এবং সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও প্রতিশ্রুতি কমিটির সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে জাতীয় সংসদকে আরো প্রাণবন্ত ও কার্যকর করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী শাসন বিভাগ ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সংসদ সদস্যদেরকে তদারকী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে দলীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণে রাজনৈতিক দলসমূহকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসমূহ:

Ahmed, N 2002, The Parliament of Bangladesh, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, p.111. Copeland, G and Patterson, S 1994, "Parliaments in the Twenty-first Century", Copeland, G and Patterson, S (eds.), Parliaments in the Modern World, Ann Arbor: Michigan University Press, p.10-11.

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (২০১৪ বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, জুলাই ২০১০। কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Peter Lilienfeld and K. M. Mahiuddin, End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, Unpublished report, 2014.

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০১৫: হ্যান্ডবুক, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ২০১৫, পৃ. ৪৭।

Lilienfeld, P and Mahiuddin, M 2014, End of Term Report on 9th Parliament of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Parliament Secretariat and IPD Project, unpublished report.

Longley, LD and Davidson, RH 1998, 'Parliamentary Committees: Changing Perspectives on Changing Institutions', in Longley, Lawrence D. and Davidson, Roger H. (eds.), The New Roles of Parliamentary Committees, London or Portland: Frank Cass, p.5.

Martin, S and Depauw, S 2009, 'Parliamentary Committees and Multi-Party Government', paper presented on ECPR Joint Sessions in Lisbon, 14-19 April, retrieved from <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/cec5f1c2-deb2-41b4-8dd4-9a89cc4001fc.pdf> on 8 April 2019

Mezey, ML 1995, 'Parliament in the New Europe', in J. Hayward and E. Page (eds.), Governing the New Europe, Cambridge: Polity, p. 196.

PRODIP n.d. প্রকল্পের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গণশুনানীর আয়োজন করেছে।

Susan R Benda, Koen, Yves M 1990, Government and Politics in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, p.181.

The Norton Commission, Strengthen Parliament, Study Report submitted in July 2000 to the British Parliament, p. 10.

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০১৮, বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের ১ম-১৯তম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

Wheare, KC 1963, Legislatures, London: Oxford University Press, p.114.

Yamamoto, H. (2007), Tools for parliamentary oversight A comparative study of 88 national parliaments, Geneva: Inter-Parliamentary Union, PP. 39-43.